পাক্ষিক

আহ্‌মদী

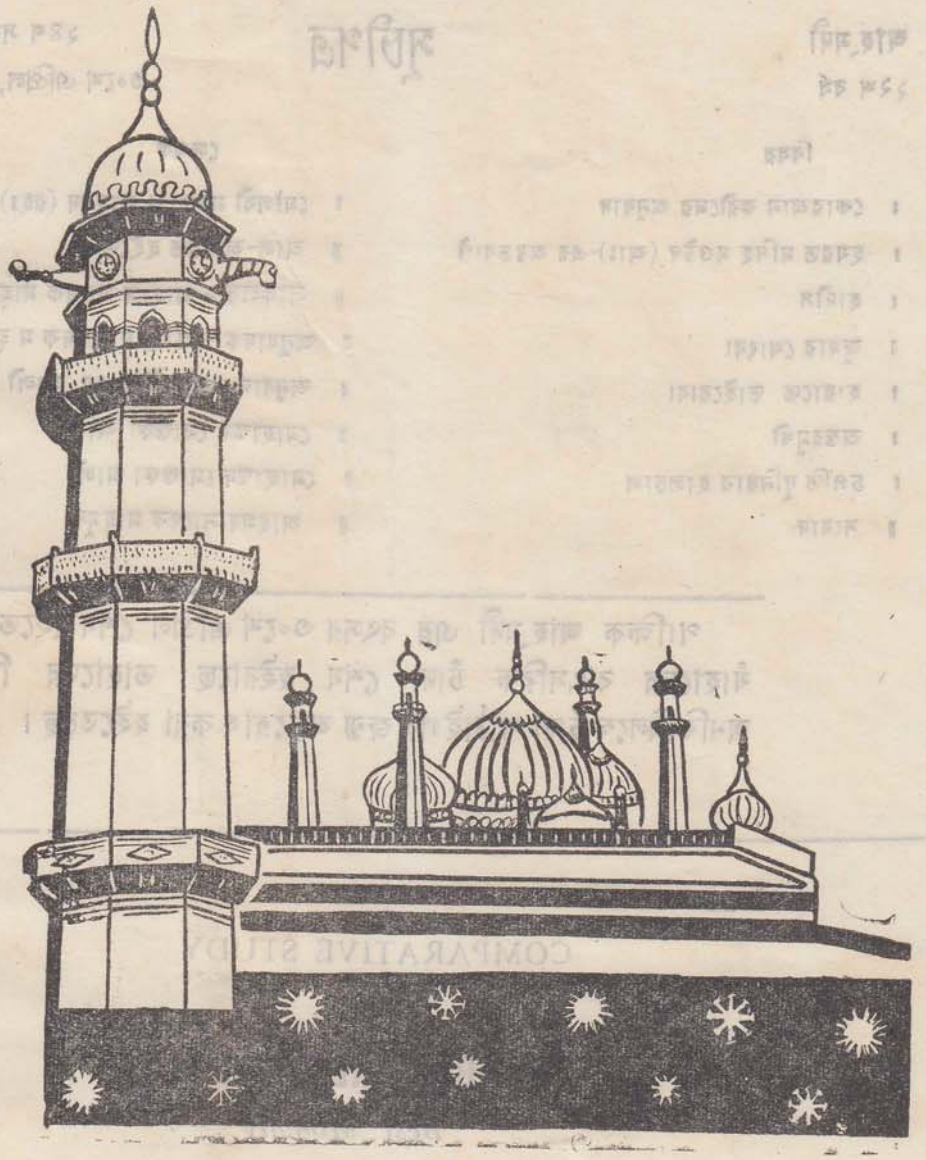

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা

২৪শ সংখ্যা
৩০শে এপ্রিল, ১৯৬৯ :

বার্ষিক চাঁদা
অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২২শ বর্ষ

সূচীপত্র

২৪শ সংখ্যা
৩০শে এপ্রিল, ১৯৬৯ ইং

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১ কোরআন করীমের অনুবাদ	১ মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	১ ৯১৫
১ হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী	১ আল-অসিয়ত হইতে	১ ৯১৭
১ হাদীস	১ সংকলক—আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১ ৯১৯
১ জুমার খোৎবা	১ অনুবাদক—আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১ ৯২১
১ হাম্মাতে তাইয়্যেবা	১ অনুবাদ—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	১ ৯২৬
১ অন্তরমুখী	১ মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	১ ৯২৯
১ চলতি দুনিয়ার হালচাল	১ মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	১ ৯৩১
১ সংবাদ	১ আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১ ৯৩২

পাক্ষিক আহ্‌মদী এর বৎসর ৩০শে এপ্রিল শেষ হইতেছে। যাঁহাদের বাৎসরিক চাঁদা শেষ হইয়াছে তাহাদের নিকট অনতিবিলম্বে চাঁদা পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে।

For

COMPARATIVE STUDY

Of

WORLD RELIGIONS

Best Monthly

THE REVIEW OF RELIGIONS

Published from

RABWAH (West Pakistan)

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহমদী

নব পর্যায় ঃ ২২শ বর্ষ ঃ ৩০শে এপ্রিল ঃ ১৯৬৯ সন ঃ ৩০শে শাহাদত ঃ ১৩৪৮ হিজরী শামসী ঃ ২৪শ সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

সূরা ইউসুফ

৭ম রুকু

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৫১ ॥ এবং বাদশাহ্ (স্বপ্নের ব্যাখ্যা শুনিয়া) বলিলেন, (হে সভাসদগণ !) তোমরা তাহাকে আমার নিকট লইয়া আইস। অতঃপর যখন বাদশাহ্‌র সংবাদ বাহক তাঁহার নিকট আসিল (এবং কয়েদ খানা হইতে বাহির হইয়া বাদশাহ্‌র নিকট যাইতে বলিল) সে বলিল,

তুমি তোমার মনিবের নিকট ফিরিয়া যাও এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, যে সমস্ত স্ত্রী-লোক নিজেদের হাত কাটিয়াছিল, তাহাদের এখন কি অবস্থা। নিশ্চয় আমার প্রভু তাহাদের চক্রান্ত সম্বন্ধে সম্যকজ্ঞানী।

৫২॥ বাদশাহ্ (সেই মেয়েদিগকে) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা যখন ইউসুফের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহা দ্বারা কুকাজ করাইতে চেষ্টা করিয়াছিলে, তখন (বাস্তবে) তোমাদের ঘটনাটি কি হইয়াছিল? তাহারা বলিল আল্লার ভয়ে সে পাপ করিতে বিরত হইয়াছিল। আমরা তাহার মধ্যে কোন কুভাব দেখি নাই। আজীজের স্ত্রী বলিল এখন সত্য প্রকাশিত হইয়াছে। আমিই তাহার ইচ্ছার বিপরীত তাহা দ্বারা এক মন্দ কাজ করাইতে চেষ্টা করিয়া ছিলাম। এবং নিশ্চয় সে সত্যবাদিগণের পর্যায়ভুক্ত।

৫৩॥ (ইউসুফ বলিয়াছিল) ইহা এই জন্য যে, (আজীজ) যেন জ্ঞাত হন যে, নিশ্চয় আমি তাহার অসাক্ষাতে কোন বিশ্বাসঘাতকতা করি নাই। এবং (ইহাও অবগত হন যে) নিশ্চয় আল্লাহ্ বিশ্বাসঘাতকদের চক্রান্ত সফল করেন না।

৫৪॥ এবং আমি নিজকে সম্পূর্ণভাবে নির্দোষ সাব্যস্ত করিতেছি না। নিশ্চয় (মানবের) প্রবৃত্তি কুকাজের প্রতি বড়ই প্ররোচক, তবে আমার প্রভু যাহার উপর দয়া করিয়াছেন। নিশ্চয় আমার প্রভু অতীব ক্ষমতাশীল পরম দয়াময়।

৫৫॥ এবং বাদশাহ্ বলিলেন, তোমরা তাহাকে আমার নিকট নিয়া আইস। আমি তাহাকে আমার নিজের (বিশেষ কাজের) জন্য নির্বাচিত করিব। যখন (তাহাকে আনয়ন করা হইল) বাদশাহ্ তাহার সঙ্গে কথোপকথন করিয়া (এবং তাহাকে প্রত্যেক বিষয়ে উপযুক্ত পাইয়া) বলিল, তুমি অদ্য হইতে আমাদের নিকট উচ্চপদস্থ বিশ্বস্ত।

৫৬॥ সে বলিল, আপনি আমাকে রাজ্যের ধনাগারের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করুণ। নিশ্চয় আমি নিপুন সংরক্ষক মহাবিজ্ঞ।

৫৭॥ এই ভাবে (উপযুক্ত পরিবেশের সৃষ্টি করিয়া) আমরা ইউসুফকে এই রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা-পূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করিলাম। সে এই রাজ্যের যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করিত। আমরা যাহাকে ইচ্ছা (এই পৃথিবীতেই) আমাদের অনুগ্রহ দান করি এবং আমরা সৎকর্মশীলদের পুরস্কার বিনষ্ট করি না।

৫৮॥ এবং যাহারা (সমাগত নবীর উপর) বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে এবং (আল্লাহ্‌র জন্য) অন্যায়কে ত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের পরকালের পুরস্কার আরও উত্তম।

(ক্রমশঃ)

★

যাহার বিশ্বস্ততা গুণ নাই, তাহার ইমান নাই; যাহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা নাই তাহার ধর্ম নাই। "হাদীস"

॥ হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী ॥

সাবধান বাণী

'দৈব ব্যাপার সম্বন্ধে আমাকে যে জ্ঞান প্রদত্ত করা হইয়াছে, তাহা এই যে, পৃথিবীর সর্বত্র মৃত্যু তাহার হস্ত প্রসারিত করিবে; ভূমিকম্প হইবে, প্রচণ্ড-ভাবে হইবে, প্রলয়ের দৃশ্য অভিনীত হইবে; ভূপৃষ্ঠ আবর্তিত বিবর্তিত হইবে; অনেকেরই জীবন তিক্ত হইয়া যাইবে। অতঃপর, যাহারা 'তওবা' করিবে এবং পাপকর্ম হইতে বিরত হইবে, খোদা তাহাদের প্রতি দয়া করিবেন। প্রত্যেক নবীই এ যুগ সম্বন্ধে যেরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ই এখন পূর্ণ হওয়া অবশ্যক; কিন্তু যাহারা চিত্তশুদ্ধি করিবে এবং খোদার সন্তুষ্টি-সম্ভূত পন্থা সমূহ অবলম্বন করিবে, তাহাদের কোনই ভয় নাই—তাহাদের কোন দুঃখ, অনুতাপ থাকিবে না। খোদা আমাকে সম্বোধন পূর্বক বলিয়াছেন ঃ

"তুমি আমার তরফ হইতে সতর্ককারী। আমি তোমাকে প্রেরণ করিয়াছি, যেন আমার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছেদকারী পাপীগণকে সদাচারী সাধুগণ হইতে পৃথক করা যায়।" (তিনি) আরও বলিয়াছেন ঃ

"পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী আসিয়াছেন, পৃথিবী তাঁহাকে গ্রহণ করে নাই, কিন্তু খোদা তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন এবং মহাশক্তিশালী আক্রমণসমূহ দ্বারা তাঁহার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করিবেন।* আমি তোমার প্রতি এরূপ আশিস বর্ষণ করিব যে, বাদশাহ্ তোমার বস্ত্র হইতে কল্যাণ অন্বেষণ করিবে।"

ভবিষ্যৎ ভূমিকম্প সম্বন্ধে খোদাতা'য়ালা আমাকে জানাইয়াছেন যে, এক ভীষণ ভূমিকম্প হইবে। খোদাতা'য়ালা বলিয়াছেন ঃ

"আবার বসন্ত আসিয়াছে, খোদার বাক্য আবার পূর্ণ হইয়াছে।" সুতরাং, একটি প্রচণ্ড ভূমিকম্পের সংঘটন সুনিশ্চিত; কিন্তু সদাচারী সাধুগণ ইহা হইতে নিরাপদ থাকিবে। অতএব, সাধু হও এবং তাক্ওয়া অবলম্বন কর, যেন রক্ষা পাও। আজিকার দিন খোদাকে ভয় কর, যেন সেই দিন ভয় হইতে নিরাপদ থাক। নিশ্চয়ই 'আসমান' কিছু নিদর্শন প্রদর্শন করিবে এবং পৃথিবী কিছু প্রকাশ করিবে, কিন্তু যাহারা খোদাকে ভয় করে, তাহাদিগকে রক্ষা করা হইবে।

খোদার বাক্য আমাকে বলিতেছে যে, নানা দৈব দুর্ঘটনা প্রকাশ পাইবে এবং বহু বিপদ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবে এবং কতকগুলি আমার পর প্রকাশিত হইবে। তন্মধ্যে কতকগুলি আমার জীবদ্দশায় প্রকাশিত হইবে। তিনি এই সেলসেলাকে পূর্ণোন্নতি প্রদান করিবেন—কতক আমার হস্তে এবং কতক আমার পরে।

"খোদা বলিয়াছেন ঃ

"সেই ভূমিকম্প কেয়ামতের নমুনা সদৃশ হইবে।"

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

"তোমার জন্য আমি নিদর্শন প্রদর্শন করিব এবং তাহারা যে সমস্ত প্রাসাদ নির্মাণ করিতে থাকিবে, আমি তাহ ধূলিসাৎ করিতে থাকিব।"

আবার বলিয়াছেন ঃ

"একটি ভীষণ ভূমিকম্প হইবে এবং উহা ভূপৃষ্ঠ অর্থাৎ পৃথিবীর কোন কোন অংশ উলট পালট করিয়া দিবে, যেমন লুত নবী (আঃ)-এর সময় হইয়াছিল।"

---

*পৃথিবী চক্ষু উন্মীলন করিলে দেখিতে পাইত যে, আমি শতাব্দীর শিরোভাগে আবির্ভূত হইয়াছি। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রায় চতুর্থাংশ এখন ১৯০৫ ইং সালে অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে এবং হাদিস সমূহের বর্ণনানুসারে ঠিক আমার দাবীর কালে রমজান মাসে চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহণও হইয়া গিয়াছে, দেশে প্লেগের প্রাদুর্ভাবও হইয়াছে, ভূমিকম্পও হইয়াছে, এবং আরো হইবে; কিন্তু দুঃখের বিষয় যাহারা সংসার-প্রেম মত্ত হইয়াছে, তাহারা আমাকে গ্রহণ করে নাই।

আবার বলিয়াছেন।

"আমি সদৃশ সৈন্যগণসহ উপস্থিত হইব।" সেই দিন সম্বন্ধে কাহারও জানা থাকিবে না, যখন লুত নবী (আঃ)-এর বস্তী বিধ্বস্ত করিবার পূর্বে কেহই কিছু বুঝিতে পারে নাই। তাহারা সকলেই পানাহার ও আমোদ প্রমোদে মত্ত ছিল এমন সময়ে হঠাৎ ভূমি উল্টাইয়া দেওয়া হইল। সুতরাং, খোদা বলিতেছেন যে, এ স্থলেও তাহাই হইবে। কারণ, পাপ সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে এবং মানুষ পৃথিবীকে সীমাতিরিক্ত ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছে। খোদার পথ ঘৃণার চক্ষে দেখা হয়।

আবার বলিয়াছেন ঃ

'জীবন সমূহের অবসান।'

তিনি পুনঃ আমাকে বলিয়াছেন ঃ

"তোমার প্রভু বলিতেছেন যে, আকাশ হইতে এক আদেশ অবতীর্ণ হইবে। তাহাতে তুমি সন্তুষ্ট হইবে। ইহা আমার তরফ হইতে রহমত-স্বরূপ হইবে। ইহা অবশ্যম্ভাবী। ইহা পূর্ব হইতে নির্ধারিত রহিয়াছে।"

ইহা সুনিশ্চিত যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী জাতি সমূহে প্রচারিত না হওয়া পর্যন্ত আকাশ এই আদেশ অবতীর্ণ করিতে ক্ষান্ত থাকিবে। কে আছে, আমার কথায় প্রত্যয় করিবে? সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি ভিন্ন কাহারো পক্ষে, ইহা সম্ভবপর নয়।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই ঘোষণা ত্রাস জন্মাইবার জন্য করা হয় নাই, বরং ভবিষ্যৎ অশনি সম্বন্ধে পূর্ব হইতে সতর্ক হওয়ার জন্য এই ঘোষণা করা হইয়াছে, যেন কেহ অজ্ঞতা বশতঃ বিনষ্ট না হয়। প্রত্যেক বিষয় উদ্দেশ্যের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রাখে। সুতরাং দুঃখ দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। দুঃখ হইতে নিরাপদ করাই আমার উদ্দেশ্য। যাহারা তওবা করে, তাহাদিগকে খোদার আযাব হইতে রক্ষা করা হইবে; কিন্তু যে দুর্ভাগা তওবা করে না, হাস্য-বিদ্রূপপূর্ণ বৈঠক সকল পরিহার করে না, দুষ্ক্রিয়া ও গুনাহ্ হইতে নিবৃত্ত হয় না, তাহার ধ্বংস হওয়ার সময় সন্নিকট। কারণ, তাহার ঔদ্ধত্য, খোদার দৃষ্টিতে শাস্তিযোগ্য।"

(আল-অসিয়ত, ১৯০৫ ইং)।

★

দোয়ার আবেদন

কলিকাতা মজলিশে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার কায়েদ জনাব মাশরেক আলী সাহেব (এম, এ, ডবল, বি, এস, সি, বি, টি) সকল বন্ধুগণের খেদমতে সালাম এবং পশ্চিম বঙ্গের ভ্রাতা ও ভগ্নীদের জন্য দোয়ার আবেদন জানাইয়াছেন।

॥ হাদিস ॥

বিপদ আপদের কারণ এবং মোমেনের কর্ত্তব্য

১

হযরত আবু মুসা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, ছোট বড় কোন অনিষ্টও বিপদ গুণাহ্ ব্যতীত অন্য বিছুর জন্য কোন বান্দার উপর পতিত হয় না। তন্মধ্যে আল্লাহ্ যাহা যাহা ক্ষমা করেন, তৎসমুদয় অসংখ্য। তৎপর তিনি কোরআনের আয়েত পাঠ করিলেন, "যে বিপদ আপদ তোমাদের উপর নিপতিত হয়, উহা তোমাদেরই হস্তার্জিত, কিন্তু আল্লাহ্ অনেক ক্ষমা করেন।"

(তিরমিযী)।

২

হযরত কা'ব বিন মালেক হইতে বর্ণিত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, বিশ্বাসীর উপমা শস্যচারা সদৃশ। শস্যের কর্ত্তণ সময় পর্যন্ত বায়ু একবার এদিকে অন্যবার অন্যদিকে উহাকে দোলাইতে থাকে। মোনাফেকের তুলনা শস্যহীন চারা সদৃশ। উহা একেবারেই সমূলে উৎপাটিত না হওয়া পর্যন্ত বিছুই ইহাকে দোলাইতে পারে না।

(বোখারী, মুসলেম)।

৩

হযরত আবু সঈদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, যে মুসলমান বিপদ আপদ, দুশ্চিন্তা, দুঃখ, কষ্ট, দুর্ভাবনা, এমন কি কাঁটা বিদ্ধ হইয়া কষ্ট ভোগ করে, আল্লাহ্ তদ্বারা তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন। (বোখারী, মুসলেম)।

৪

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, পবিত্র ও মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ বলিয়াছেন, যখন আমি আমার বান্দাকে দৃষ্টিহীনতা দ্বারা পরীক্ষা করি এবং সে তাহাতে সবুর (ধৈর্য্য ধারণ) করিয়া থাকে, আমি তাহার (নয়নের) পরিবর্ত্তে বেহেশত দান করি। (বোখারী।

৫

হযরত ইয়াহ্ইয়া বিন-সাঈদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ)-এর সময় এক ব্যক্তির মৃত্যু হইল। অন্য একজন বলিল তাহার মৃত্যু কি সুখের! সে কোন দিন পীড়িত হয় নাই। তখন রসুল করীম (সাঃ) বলিলেন, তোমার প্রতি আক্ষেপ! তোমাকে কে জানাইবে যে, আল্লাহ্ যদি তাহাকে পীড়া দ্বারা পরীক্ষা করিতেন, তাহা হইলে তাহা তাহার গুণাহ্র কাফ্ফারা হইত?

৬

হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত; রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, যখন বিপদ আপদগ্রস্ত লোক বিচারের দিনে সওয়াব পাইবে, তখন সুখী লোকগণ ইচ্ছা করিবে যে, যদি তাহাদের ত্বক দুনিয়াতে কাঁচি দ্বারা কর্ত্তন করা হইত।

(তিরমিযী)।

৭

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, যখন আল্লাহ্ কোনও বান্দার মঙ্গল কামনা করেন, তাহাকে তিনি দুনিয়াতে শাস্তি দেন। যখন আল্লাহ্ কোনও বান্দার অমঙ্গল কামনা করেন, তিনি তাহার গুনাহ্ সহ তাহাকে ছাড়িয়া দেন, কিন্তু বিচারের দিন তিনি তাহাকে ইহার পূর্ণ শাস্তি দিবেন।

(তিরমিযী)।

৮

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, বড় বিপদের সহিত বড় পুরস্কার। মহান আল্লাহ্ যখন কোনও সম্প্রদায়কে ভালবাসেন, তাহাদিগকে বিপদ-আপদ দেন। যে তাহাতে সন্তুষ্ট থাকে, তাহার জন্য সুসংবাদ; যে তাহাতে অসন্তুষ্ট হয়, তাহার জন্য দুঃসংবাদ।

(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্)।

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

জুমার খোৎবা

হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ)

(১৯৬১ ইং ৭ ফেব্রুয়ারী তারিখে রাবওয়ায় প্রদত্ত)

যাহারা সত্যিকার ভাবে আল্লাহ্‌তায়ালাকে আপন বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তিনি তাহাদিগের প্রত্যেক অবস্থায় রক্ষক ও সহায় হন।

এরূপ ব্যক্তিগণ চরম নির্যাতন সহ্য করিয়াও কুরআন করীমের আদেশ নিষেধ পালন করিয়া চলে এবং জুলুমের দ্বারা জুলুমের মোকাবেলা না করিয়া, তাহারা সহানুভূতি এবং হিতাকাঙ্খার দ্বারা জুলুমের প্রতিকার করে।

দোয়া করুন, আল্লাহ্‌তায়ালা যেন আমাদের সকলকে এমন মর্যাদা প্রদান করেন, যাহাতে আমরা সত্যিকার ভাবে আল্লাহ্‌তায়ালার আশ্রয়াধীনে আসিতে পারি।

সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযুর নিম্নলিখিত কুরআনের আয়েত পাঠ করেন :—

ان ولى ے الله الذى نزل الكتاب و هو
يتولى الصالحين (الا عراف ١٩٧)

অতঃপর বলেন—

পৃথিবীতে অত্যাচারিত ব্যক্তি দুই প্রকারের। এক অত্যাচারিত ব্যক্তি এরূপ আছে যে, তাহার উপর যখন জুলুম করা হয়, তখন সে নিজে জুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করার চেষ্টা করে। যখন তাহাকে কষ্ট দেওয়া হয়, তখন সেও কষ্ট দেওয়ার চেষ্টা করে। যখন তাহার প্রতি কোন দোষারোপ বা মিথ্যা অভিযোগ করা হয়, তখন সেও তাহার শত্রুর প্রতি দোষারোপ ও মিথ্যা অভিযোগ করে। যখন দুনিয়ায় তাহার বিরুদ্ধে তাহার অবমাননার্থে ষড়যন্ত্র করা হয়, তখন সে তাহার বিপক্ষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। সে প্রত্যেক ক্ষেত্রে তাহার বিরুদ্ধবাদীর মোকাবেলায় তাহার পরিচলিত প্রচেষ্টার উপর ভরসা করে, কিংবা সে তাহার প্রভাব-প্রতিপত্তির উপর নির্ভর করে, অথবা তাহার জ্ঞান, দূরদর্শিতা, সাহসিকতা, পরিবার পরিজন এবং দলবলের উপর ভরসা করে। সহস্র সহস্র প্রতিমা রহিয়াছে, যাহাদের

(হাদিসের অবশিষ্ট)

৯

হযরত আবু হোরায়রাহ্ হইতে বর্ণিত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, দুর্ভাগা লোক ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট হইতে দয়া উঠাইয়া লওয়া হয় না। (আহ্‌মদ, তিরমিযী)।

১০

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, পরম দয়ালু আল্লাহ্ দয়ালু লোকদিগের উপর দয়া প্রদর্শন করেন। পৃথিবীতে যাহারা আছে তাহাদের প্রতি দয়ালু হও, তাহা হইলে যাহারা আকাশে আছে, তাহারা তোমাদের প্রতি দয়ালু হইবে।

(আবু দাউদ, তিরমিযী)।

১১

হযরত আলী বিন হাসান (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, ধর্ম কার্যের পর লোকজনকে ভালবাসা এবং পাপী ও ধার্মিক প্রত্যেকের উপকার সাধনই জ্ঞানের প্রধানতম কাজ।

(দারকুতনী)।

সংকলক—আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ

উপর সে ভরসা করে ও তাহাদের পূজা করে, এবং ফলে জুলুমের মোকাবেলায় তাহারা জুলুম-মূলক প্রচেষ্টার দ্বার জুলমকে ধারাবাহিক গতিতে চালিত করে। উহাকে স্থায়িত্ব দানের চেষ্টা করে। সে জুলুমকে নির্মূল করার চেষ্ট করে না, বরং উহাকে দীর্ঘসূত্রতার চক্রে ফেলিয়া চিরস্থায়ী ভাবে কায়েম রাখিবার চেষ্টা করে। এই প্রকার প্রতিমা-উপাসক বা স্বল্পজ্ঞানী বা মূর্খ অথবা অসংযত ব্যক্তিগণ হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর উক্তি অনুযায়ী আল্লাহ্তায়ালার গযব ও কহরের দোজখে নিপতিত হইবে, যদিও বাহ্যদৃষ্টিতে একজন অত্যাচারী এবং অপর জন অত্যাচারিত রূপে পরিলক্ষিত হউক না কেন। নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, অনেক হত্যাকারী এবং হতব্যক্তি এমনও আছে, যাহারা উভয়ই খোদার গযব ও কহরের দোজখে নিপতিত হয়। কেন না যে ব্যক্তি বাহ্যিক দৃষ্টিতে অত্যাচারিত রূপ দেখা যায় সে প্রকৃত পক্ষে এই জন্য মজলুম প্রতিয়মান হয় যে, তাহার অত্যাচার মূলক কার্যকলাপ ঘটনাক্রমে ব্যর্থতায় পর্যবশিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে তাহার মোকাবেলায় জালেম ব্যক্তির অত্যাচার মূলক কার্যকলাপ ঘটনাক্রমে সফল হইয়াছে। যদিও জগদ্বাসীর দৃষ্টি বাহ্যতঃ নির্যাতিতকে বস্তুতঃ নিযাতিতরূপে ধরিয়া লয়, কিন্তু আল্লাহ্তায়ালার দৃষ্টি তাহাকে সেইভাবেই জালেম আকারে দেখে, যেভাবে সেই ব্যক্তিকে জালেম আকারে দেখে, যাহার অত্যাচার মূলক প্রচেষ্টা সফল হইয়াছে। আল্লাহ্তায়ালা তাহাদের মধ্যে একজনকে ক্রোধের দৃষ্টিতে এবং অপরজনকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেন না, বরং উভয়কে তাহাদের নিয়ত ও চেষ্টার কারণে ক্রোধের দৃষ্টিতে দেখেন। উভয়েই জুলুম করিতে মাতিয়াছিল। ইহা ভিন্ন কথা যে, তাহাদের মধ্যে একজন সফল হয় এবং অপরজন বিফল হয়। যাহাই হউক উভয়েরই উদ্দেশ্য ও চেষ্টা একে অপরের উপর জুলুম করাই ছিল।

মোটকথা এক প্রকার মজলুম' সেই ব্যক্তি, যে মজলুম হইয়াও আল্লাহ্তায়ালার দৃষ্টিতে জালেম সাব্যস্ত হয় ও আল্লাহ্তায়ালার ক্রোধের লক্ষ্যস্থল হয় এবং তাঁহার রহমত ও সাহায্য হইতে বঞ্চিত হয়। কিন্তু কতক আরও মজলুম দুনিয়াতে আমরা এরূপও দেখিতে পাই যে, যখন তাহাদিগকে কেহ গালি দেয়, তখন তাহারা জবাবে গালি দেয় না। যখন তাহাদের বিরুদ্ধে কেহ মিথ্যা রচনা করে, তখন তাহারা ইহার মোকাবেলায় মিথ্যা রচনা করে না। যখন কেহ তাহাদের প্রতি দোষারোপ ও মিথ্যা অভিযোগ করে, তাহারা তদ্রূপ কার্য করে না। যখন তাহাদিগকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করা হয়, তখন তাহারা নিজদের প্রতিরক্ষার সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে, কিন্তু নিজদের শত্রুকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে না। যখন তাহাদের প্রিয়গণকে গাল মন্দ বলা হয়, তখন তাহাদের বুক ফাটিয়া যায় ও অন্তরস্থল ক্ষতবিক্ষত হয়, কিন্তু তাহারা সেই সময় আপন জ্বালাতনকারীদের প্রিয়-গণকে কোন প্রকার মন্দ কথা বলে না, বরং তাহারা তাহাদের বিরুদ্ধবাদীগণের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক প্রিয়গণের নাম পর্যন্তও ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত উচ্চারণ করিয়া থাকে। তাহারা খোদার সেই মনোনিত দল, যাহাদের হৃদয় ও আত্মা স্বীকৃতি দেয় এবং তাহাদের মুখে ধ্বনিত হয় الله ان ولی ے আল্লাহ্ যিনি সকল প্রশংসার অধিকারী ও সকল শক্তির উৎস, তিনি আমার সাহায্যকারী ও আমার বন্ধু এবং আমার প্রভু। আমার প্রভু আমার একান্ত অক্ষমতা সত্বেও আমার প্রতি বন্ধু-সুলভ ব্যবহার করেন। আমার প্রত্যেক প্রকার অবহেলা ও অলসতা

ও দুর্বলতা সত্বেও তিনি আমার সহিত প্রীতিকর ও স্নেহময় ব্যবহার করেন ও আমার সাহায্যের জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকেন এবং তাঁহারই উপর আমি ভরসা করি। অতএব এমন কোন কাজ আমি করিতে পারি না, যাহা করার অনুমতি তিনি দেন নাই। আমি আমার জ্ঞান বুদ্ধি, আমার ধন-সম্পদ, আমার সাহস ও বীরত্ব, আমার জনবল, আমার প্রভাব প্রতিপত্তি কিংবা আমার মর্যাদাকে প্রতিমাস্বরূপ স্থান দিই না, বরং সমস্ত প্রশংসার অধিকারী স্বরূপ আমি সেই একমেবাদ্বিতীয়ম খোদাকে জ্ঞান করি, যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি আমার প্রতিপালনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, যিনি আমার সহিত ওয়াদা করিয়াছেন যে, যদি তুমি আমার উপর ভরসা কর, যদি তুমি শুধু আমারই উপাসনা করিবে, যদি তুমি আমার নির্দ্দেশিত পথ সমূহ অবলম্বন কর, যদি তুমি সেই "সেরাতে মুস্তাকীমে" (সঠিক ও সরল পথে) চল, যাহা আমি আমার কামেল কেতাবের দ্বারা তোমাদের সম্মুখে রাখিয়াছি, তাহা হইলে আমি তোমাদের সাহায্য করিব, তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিব।

সুতরাং যে ব্যক্তি খোদাতায়ালার নিকট আত্ম-সমর্পন করে, যে ব্যক্তি আপন রাবকে জানে ও চিনে এবং তাহার তৌহীদের তত্ত্বজ্ঞান রাখে এবং ইহার ফলে তাহার রবের জন্য তাহার হৃদয়ে ও তাহার 'নফস'-এর উপর এক প্রকার মৃত্যু আনয়ন করিয়াছে। তাহারা নিজ আত্মার সংশোধন করিয়াছে। তাহারা প্রত্যেক প্রকার ফসাদ ও অশান্তি হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়াছে। তাহারা আমার দৃষ্টিতে সালেহ্ ও নিষ্ঠাবানের মর্যাদা লাভ করিয়াছেন। আমি তাহাদের জিম্মা লইয়াছি। আমি তাহাদের হেফাজত করিব। যখন তাহাদের সাহায্যের প্রয়োজন হইবে, আমি তাহাদের সাহায্যে আগাইয়া আসিব। যখন তাহাদের প্রতিরোধের প্রয়োজন হইবে, আমি তাহাদের জন্য ঢাল স্বরূপ হইয়া যাইব। যখন তাহাদের উপর শত্রু আঘাত হানিবে, আমার কুদরত তাহাকে পর্যুদস্ত করিবে এবং তাহাদিগকে ধ্বংস ও বিফল হইতে দিবে না। অবশ্য নিষ্ঠাবানের পরীক্ষা করার জন্য, অথবা ইহা প্রকাশ করিবার জন্য যে এই জাতি প্রকৃতপক্ষে নিষ্ঠাবানদিগের জাতি, আমি অবশ্য তাহাদের পরীক্ষা করিব। তাহাদের নিকট হইতে আমি ব্যক্তিগত কুরবানী (ত্যাগ) গ্রহণ করিব। তাহাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠিত হইবে। তাহাদের ঘর-বাড়ী বিধ্বস্ত করা হইবে। তাহাদের প্রাণনাশ করাও হইবে। এতদসত্ত্বেও আমার নিকটে নিজদিগকে আত্মসমর্পণকারী এবং আমার ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইয়া উহার স্বাদ অনুভব-কারী এই ব্যক্তিগণ অত্যন্ত আনন্দের সহিত নিজেদের সব কিছু কুরবান করিয়া দিবে, যাহাতে তাহাদের কুরবানী সমূহ এই বাস্তব সত্যের উপরে সাক্ষ্যদান করে, যে এই প্রকার দাবীদার তাহাদের অন্যান্য ভ্রাতাগণও আপন দাবীতে সত্যবাদী। নতুবা মৌখিক দাবী অর্থহীন। আল্লাহ্‌তায়ালা বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে কুরবানী গ্রহণ করেন, যাহাতে তাহারা তাহাদের এই কুরবানীর দ্বারা জামাতের দাবীর সত্যতার উপর মোহরাঙ্কন করে এবং যাহাতে তিনি ইহা প্রকাশ করেন যে, ইহাই সেই জামাত, যাহার প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁহার উদ্দেশ্যে সকল প্রকার কুরবানী করার জন্য প্রস্তুত আছে।

আল্লাহ্‌তায়ালার ولايت 'বন্ধুত্ব' সম্পর্কে কুরআন শরীফ অনেক বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করিয়াছে। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের জ্ঞান বুদ্ধিরও পরিতৃপ্তি সাধন করেন। আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন যে, তিনি তোমাদের বন্ধু, কিন্তু শয়তান অবশ্য তাহার কাজ করিতেছে। এজন্য মনে সন্দেহের উদ্রেক হইতে পারে যে, আল্লাহ্‌তায়ালার সাহায্য

সর্বদা ও সর্বক্ষণ কিরূপে আমরা পাইতে পারি? শত্রু গোপনে ষড়যন্ত্র করিতে থাকে এবং আল্লাহ্‌র নিকটে আত্মসমর্পণকারী জামাত সেই সমস্ত গোপন ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনবগত থাকে। কতক এমন শত্রুও থাকে, যাহারা প্রচ্ছন্ন থাকে এবং খোদার জামাতের ইহাও জানা থাকে না যে, এই লোকগুলি তাহাদের শত্রু, না বন্ধু। কারণ মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ এবং ত্রুটীপূর্ণ। এজন্য কোরআন করীম আমাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলিয়াছে যে,

(সূরা নেসা-আয়াত : ৪৬) والله اعلم باعدائكم

আল্লাহ্ তোমাদের শত্রুদিগকে তোমাদিগ হইতে অধিকতর জানেন। তিনি প্রচ্ছন্ন শত্রুদিগকেও জানেন এবং শত্রুদের গোপন ষড়যন্ত্র এবং তাহাদের গোপন শত্রুতা সম্বন্ধেও জানেন। যেহেতু তাঁহার জ্ঞান প্রত্যেক বস্তুকে ব্যাপিয়া রহিয়াছে এবং তোমরা তাঁহাকে আপন বন্ধু বানাইয়াছ, সে জন্য তোমাদের নিশ্চিন্ত থাকা উচিত—

وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا

(সূরা নেসা-আয়াত : ৪৬)

সেই অস্তিত্বই বন্ধু ও তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার উপযুক্ত, যাহার জ্ঞান ব্যাপক এবং যাহার কুদরতের মধ্যে কোন ত্রুটী ও দুর্বলতা নাই। এ বিষয়টি আমাদের মন ও মস্তিকে সুস্পষ্ট করিয়া তোলার জন্য বলিয়াছেন, যে, যখন আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাদের সাহায্যের জন্য আগাইয়া আসেন, তখন দুনিয়ার কোন শক্তি তাঁহার ইচ্ছা ব্যতিরেকে এবং তাঁহার মোকাবেলায় দাঁড়াইয়া ও তাহার বিরুদ্ধাচারণ করিয়া কৃতকার্য হইতে পারে না। 'সুতরাং সূরা ফাতেরে' আল্লাহ্ বলিয়াছেন :—

وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات
ولا في الارض انه كان عليما قديرا

আয়াত : ৪৪

যখন আল্লাহ্‌তায়ালা বন্ধু হন; তখন তাঁহার বান্দা তাঁহার উপরে এই জন্য ভরসা করে যে, সে জানে, আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছাকে পৃথিবী ও আকাশের কোন জিনিস অক্ষম করিতে পারে না। কারণ — انه كان عليما قديرا তাঁহার জ্ঞান এবং তাঁহার শক্তি প্রত্যেক জিনিসকে পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। কোন গোপন আক্রমণ আল্লাহ্‌তায়ালার উপর করা সম্ভবপর নয় এবং কোন কার্যকরী সফল আক্রমণও তাঁহার উপর করা সম্ভবপর নয়। তাঁহার উপর গোপন আক্রমণ এ জন্য সম্ভবপর নয় যে তিনি عليم সর্ব জ্ঞানী। কার্যকরী আক্রমন এজন্য সম্ভবপর নয় যে, তিনি قدير সর্ব শক্তিমান। এমন কোন ব্যক্তি বা দল হইতে পারে না যে খোদাতায়ালা হইতে লুকাইয়া গোপন ষড়যন্ত্রের দ্বারা তাঁহার ইচ্ছা উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে পারে। দুনিয়ার এমন কোন ব্যক্তি বা বস্তু নাই, তেমনিভাবে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যেও এরূপ ক্ষমতা নাই, যাহা কোন কিছুর সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তায়ালার গৃহীত সিদ্ধান্তের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিতে পারে, অথবা তিনি তাঁহার আপন জামাতের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দণ্ডায়মান হইলে তাঁহার জামাতের বিরুদ্ধে কার্যকরী ও সফলতাপূর্ণ আক্রমণ হানিতে পারে। তিনি কাদির (সর্বশক্তিমান)। তাঁহার কুদরত প্রত্যেক বিষয় ও বস্তুকে পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। তাঁহার ইচ্ছা ব্যতিরেকে কোন কিছু ঘটিতে পারে না। যেহেতু তিনি আলীম (সর্বজ্ঞানী) এবং কাদীর (সর্বশক্তিমান) সেই জন্য কোনও কৌশল তাঁহার কৌশলের বিরুদ্ধে সফল হইতে পারে না এবং যাঁহার কৌশলের বিরুদ্ধে কোন কৌশল সফল হইতে পারে না, তাঁহারই সম্বন্ধে আমরা বলিতে পারি যে

فنعم المولى ونعم النصير

(আল-হাজ্ব আয়াত : ৭৯)

তিনি সর্বোত্তম বন্ধু এবং সর্বাধিক সাহায্যকারী এবং তাঁহারই উপর খোদার বান্দাগণের এবং খোদার জামাত সমূহ ভরসা করিয়া থাকে। আমাদের কেহ মানবীয় প্রবৃত্তি ও ভাবাবেগ সমূহের কারণে কষ্ট ভোগ করে, উহা এড়াইতে পারে না, কিন্তু আমাদের বক্ষে কাপুরুষ সুলভ মনোভাবের সৃষ্টি হয় না। আমাদের মনে নৈরাশ্যের ভাব উদয় হয় না। আমাদের অন্তরে আমাদের রবের বিরুদ্ধে কুধারণার উদ্রেক হয় না। আমাদের দিল জখম হয়, কিন্তু আমাদের বক্ষ আল্লাহ্‌তায়ালার নূর এবং তাঁহার উপরে ভরসায় পরিপূর্ণ এবং আমাদিগকে তাঁহার সান্ত্বনা দায়ক কণ্ঠ সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলে যে, ঘাবরাইও না, আমি, যাঁহার কৌশলের মোকাবেলায় কোন কৌশল টিকিতে পারে না, তোমাদের রক্ষক ও সহায়ক আছি।

সুতরাং বন্ধুদের উচিত, তাহারা যেন কুরআন করীমের উক্ত নির্দেশ অনুযায়ী আল্লাহ্‌র وَلَايَتْ বন্ধুত্ব ও রক্ষণাবেক্ষণ হাসিল করার চেষ্টা করে, যিনি আল-কেতাব অর্থাৎ কুরআন করীমকে একটি সফলকাম হেদায়ত স্বরূপে অবতীর্ণ করিয়াছেন। তাঁহাকে তাহারা যেন সত্যিকার ভাবে আপন প্রভুরূপে গ্রহণ করে অর্থাৎ তাঁহার দৃষ্টিতেও তাহারা যেন দাস এবং তিনি যেন তাহাদের প্রভু হন এবং ইহা এরূপ সম্ভবপর, যেমন এই সংক্ষিপ্ত আয়াতে অতি অস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে, তাহারা যেন আল-কিতাবের শিক্ষানুযায়ী পুরাপুরিভাবে আমল করে। একটি পূর্ণ ও পরিণত কেতাব হইতে সেই ব্যক্তিই উপকার লাভ করিতে পারে, যে পূর্ণ ও পরিণত আনুগত্য ও উৎসাহের সহিত উহার নির্দেশিত পথ সমূহের উপর চলে। যে ব্যক্তি আনুগত্যে অপরিণত, যে ব্যক্তি আপন সাধনায় অপূর্ণ, সে আল্লাহ্‌তায়ালার সাহায্য ও সহায়তা সেই ভাবে হাসিল করিতে পারে না, যে ভাবে সেই ব্যক্তি বা জামাত হাসিল করে যে তাহার আনুগত্যে এবং তাহার সাধনা, ত্যাগ ও তিতিক্ষায় কোনরূপে ত্রুটী ও দুর্বলতার অবকাশ রাখে না।

সুতরাং আল্লাহ্‌তায়ালা ওলিও তত্ত্বাবধক বটে, কিন্তু তিনি ওলি তাহারই হন যে তাঁহার কামেল কেতাবের শিক্ষানুযায়ী আমল করিয়াছে; যে আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টিলাভের জন্য অপরের গালি শুনিয়াও সহ্য করিয়াছে; যে আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের জন্য অপরের জুলুম সহিয়াও টুশব্দ টুকুও করে নাই এবং জুলুমের মোকাবেলায় জুলুম পরায়ণ পন্থা ও নীতি অনুসরণ করে নাই বরং ইহা উপলব্ধি করিয়াছে যে, জুলুমের প্রতিরোধের জন্য আল্লাহ্‌-তায়ালা তাহাকে বাঁধ স্বরূপ দাঁড় করাইয়াছেন। জুলুম এই বাঁধে আসিয়া ঠেকিবে এবং ফিরিয়া যাইবে। জুলুমকে সে সময় ও ক্ষেত্রের দিক দিয়া অগ্রসর হইতে দিবে না; সমগ্র জুলুম নিজের বক্ষে তুলিয়া সহ্য করিয়া লইবে, অপরাপরকে জুলুমমূলক ষড়যন্ত্র হইতে রক্ষা করার চেষ্টা করিবে। সে নিজে জুলুমের মোকাবেলায় জুলুম করিবে না, বরং সে জুলুমের মোকাবেলায় মহব্বত, প্রেম, সহানুভূতী, সমবেদনার প্রকাশ, সৎ-কর্ম এবং সত্য ও সরল কথা বলার আদর্শ পেশ করিবে, এজন্য তাহার রব যেন তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তাহাকে আপন আশ্রয়ে গ্রহণ করেন এবং সত্যিকার ভাবে তিনি তাহাকে আপন বান্দা ও দাস রূপে বরণ করেন এবং সত্যিকার ভাবে তিনি যেন তাহার প্রভু হন। তিনি যেন তাহার রক্ষক ও সহায় হন এবং তাহার সব কাজের দায়িত্ব যেন বহন করিয়া লন। তাহা হইলেই সে শত্রুর প্রত্যেক অনিষ্ট, প্রত্যেক পরিকল্পনা, প্রত্যেক ষড়যন্ত্র ও দুরভিসন্ধি এবং প্রত্যেক আঘাত ও আক্রমণ হইতে নিরাপদ হইবে। এই উপায়েই সে তাহাদের

হাত হইতে রক্ষা লাভ করিতে পারে। ইহা ব্যতীত আর কোন উপায় নাই।

সুতরাং জামাতের প্রত্যেক কার্য, প্রত্যেক চিন্তা-পথ এবং প্রত্যেক বুদ্ধি বিবেচনা হইতে ইহা ধ্বনিত হওয়া উচিত যে ان ولی ے اللہ আল্লাহ্ আমাদের ওলি (বন্ধু ও তত্ত্বধায়ক)। তিনি ব্যতীত না কাহাকেও আমরা ভয় করি, না কাহারও শক্তি-সামর্থ আমাদের মধ্যে এমন ভীতি সঞ্চার করিতে পারে যে, আমরা ইহা ভাবিতে থাকি যে হয়ত সে আমাদিগকে ব্যর্থ ও অকৃতকার্য্য করিয়া দিবে। আমরা মজলুম এবং আমরা মজলুম থাকিব। আমরা জালেম কখনও হইব না। আমরা জুলুমের অবসান ঘটাইব। আমরা জুলুমের উপরে সহানুভূতি ও সমবেদনার পানি ছিটাইব, যাহাতে শয়তানের এই আগুন নির্বিয়া স্নিগ্ধ হইয়া যায়। আমরা ইহার মধ্যে নিজেদের রাগ, নিজেদের অহংকার এবং নিজেদের শিরক (অংশিবাদিতা)-এর ইন্ধন জোগাইব না, যাহাতে এই আগুন আরও প্রজ্জলিত ও উত্তেজিত হয়।

মোট কথা, জামাত যেন এই দোয়া করিতে থাকে যে ان ولی ے اللہ (ইন্না অলিয়েইয়া লাহু) -এর মধ্যে যে মর্তবা ও মর্যাদা উল্লেখিত আছে, আল্লাহ্তায়ালা যেন উহা তাহাদিগকে প্রদান করেন এবং সত্যিকার ভাবে তাহারা খোদার আশ্রয়াধীনে আসিয়া যায় এবং খোদা তাহাদের সাহায্য ও সহায়তার জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকেন, এবং এইরূপে তাহারা যেন শত্রুর ষড়যন্ত্র ও দুরভিসন্ধি এবং আক্রমণ হইতে নিরাপত্তা লাভ করে। এই মর্তবা ও মর্যাদা অর্জনের জন্য যে প্রকারের কুরবানী, ত্যাগ ও তিতিক্ষা আল্লাহ্তায়ালা আমাদিগের নিকট চান, তাহা পেশ করিতে তিনি যেন আমাদিগকে শক্তি ও সামর্থ দেন, ফলে মানব জাতি যেন পুনরায় শান্তি, প্রেম, ভালবাসা, সহানুভূতি ও সমবেদনার পরিবেশে জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করে এবং জুলুমের অগ্রগতি ও ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্ন ও রুদ্ধ হইয়া যায় এবং উহার সম্পূর্ণ অবসান ঘটে। দুনিয়াতে যেন কোন জালেম পাওয়া না যায়, এবং না কোন মজলুম। ভাই যেন ভাইকে ভাইরূপে দেখিতে পায়, ভগ্নি যেন ভগ্নিকে ভগ্নিরূপে, পিতা যেন পুত্রকে পুত্ররূপে, পুত্র যেন মাতাপিতাকে মাতাপিতা রূপে, স্বামী যেন স্ত্রীকে স্ত্রীরূপে এবং স্ত্রী যেন স্বামীকে স্বামীরূপে দেখিতে পারে। মোট কথা, মানব যেন মানবকে মানব হিসাবে দেখিতে পারে। খোদার সমস্ত বান্দা যেন খোদার আশ্রয় এবং তাঁহার রহমতের নীচে একত্রিত হয় এবং সেই মহামানব (সাঃ), যিনি দুনিয়ার সর্ব মহান কল্যানকারী ছিলেন, তাঁহার স্নিগ্ধ ছায়া তলে আশ্রয় গ্রহণ এবং শান্তি ও কল্যাণকর এবং সাফল্য জনক জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করে।

অনুবাদ—**আহমদ সাদেক মাহমুদ।**

★

তুমি কপটতা দ্বারা নিজেকে রক্ষা করিতে পারিবেনা, কারণ যিনি তোমার খোদা, তিনি মানব হৃদয়ের অন্তঃস্থল পর্যন্ত দেখিয়া থাকেন।

"মসিহ্ মওউদ"

॥ হায়াতে তাইয়্যেবা ॥

হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর পবিত্র জীবনী

মৌলবী আবদুল কাদির

অনুবাদক— এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ভাবুন তো দেখি। এক ব্যক্তি যাঁহাকে (নাউযু বিল্লাহে মিন্ যালেকা) "কাযযাব" এবং "দাজ্জাল" বলা হইত প্রথমে তিনি প্লগের আগমনের চারি বৎসর পূর্বে, যখন এই দুষ্ট মহামারির কোনই নাম গন্ধও এদেশে ছিল না, তখন প্লেগের সংবাদ দেন। তারপর, যখন এই মহামারির প্রচণ্ড প্রকোপ দেশে বিস্তার লাভ করিল, এবং মানুষ কুকুরের ন্যায় মরিতে লাগিল, তখন তিনি নিজে এবং তাঁহার বসস্থান নিরাপদ থাকার সংবাদ দিলেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধবাদী মুকযিবদিগকে চ্যালেঞ্জ করিলেন যদি তাহাদেরও খোদাতায়ালার সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে, তবে তাঁহারাও এই প্রকার দাবী প্রকাশ করিয়া দেখুন। যদি তাঁহাদের বাসস্থানগুলিও প্লেগ হইতে নিরাপদ থাকে, তবে তিনি তাঁহাদিগকে আউলিয়াগণের মধ্যে গণ্য করিবেন। কিন্তু কেহই সাহস করিল না। কেহই এই ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে প্রস্তুত হইল না।

"আদ-দার" হেফাযতের প্রতিশ্রুতি ঃ

এই সময়েই হযরত আকদস একটি এলহাম প্রাপ্ত হইলেন ঃ

انی احافظ کل من فی الدار الا الذین
علوا من استکبار و احافظک
خاصۃ - سلام قولا من رب رحیم *

অর্থাৎ "যাহারা তোমার গৃহে থাকিবে, আমি এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকেই প্লেগের মৃত্যু হইতে রক্ষা করিব। কিন্তু যাহারা অহঙ্কার পূর্বক মাথা উঁচু করিবে, তাহাদিগকে নয়। বিশেষত আমি তোমাকে রক্ষা করিব। পরম দয়াময় খোদার তরফ হইতে তোমার প্রতি সালাম।' ১

এই এল্হাম হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, হযরত আকদাসের গৃহ সর্বাবস্থায় প্লেগ হইতে নিরাপদ থাকিবে। এই জন্য হযরত আকদস তাঁহার বহু বন্ধুকে তাঁহার গৃহে বাস করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। হযরত মৌলবী অব্দুল করিম সাহেব পূর্ব হইতেই সস্ত্রী হুযুরের গৃহেই বাস করিতেছিলেন। হযরত হাফেয হাকিম মৌলবী নূরুদ্দীন সাহেব, হযরত মৌলবী মুহাম্মদ আহ্সান সাহেব আমরোহী এবং মৌলবী মুহাম্মদ আলী সাহেবকেও হুযুর তাঁহার গৃহে স্থান দান করেন। তাঁহাদের ছাড়া কতিপয় আরো পরিবার হযরত আকদসের গৃহে বাস করিতেন। কিন্তু এত লোকের সমাগম সত্ত্বেও কেহও কোন অসুবিধা বোধ করেন নাই এবং খোদাতায়ালা এমনই উচ্চ স্তরের হেফাযত করিলেন যে মানুষ কেন, একটি ইঁদুর পর্যন্ত হযরত আকদসের গৃহে মরে নাই।

মৌলবী মুহাম্মদ আলী সাহেবের ঘটনা ঃ

হযরত আকদস বলেন ঃ

"একবার প্লেগের প্রকোপের সময় যখন কাদিয়ানে

* (১) 'নযুলুল মসিহ্' ২৩ পৃঃ।

প্লেগ ছিল, মৌলবী মুহাম্মদ আলী সাহেব এম-এ ভীষন জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার প্রবল ধারণা জন্মিল যে, ইহা প্লেগ। তিনি মরনোন্মুখ ব্যক্তির ন্যায় অসিয়ত করিলেন এবং মুফতি মুহাম্মদ সাদেক সাহেবকে সব কিছু বুঝাইয়া দিলেন। তিনি আমার গৃহের একাংশে বাস করিতেন। এই গৃহের সম্বন্ধে খোদাতায়ালার এই এল্‌হাম ছিল।

انی احافظ کل من فی الدار

"এই গৃহের সকলকেই আমি হেফাযত করিব"। তখন আমি তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। তাঁহার চিন্তা ও উদ্বেগ দেখিয়া আমি তাঁহাকে বলিলাম, 'যদি আপনার প্লেগ হয়, তবে আমি মিথ্যাবাদী এবং আমার এল্‌হাম প্রাপ্তির দাবী ভুল'। এই বলিয়া আমি তাঁহার শিরায় হাত দিলাম। আল্লাহ্-তায়ালার কুদরতের আশ্চর্য্য জনক নিদর্শন দেখিলাম। হাত দেওয়া মাত্র দেহ এমন শীতল পাওয়া গেল যে, জ্বরের চিহ্ন মাত্র ছিল না।" ১

অন্য কথায়, হুযুরের এমন দৃঢ় বিশ্বাস তাঁহার প্রাপ্ত ওহির উপর ছিল যে, তিনি কখনো ধারণা করিতে পারিতেন না যে, তাঁহার গৃহেও প্লেগের কোন ঘটনা হইতে পারে।

'কিশ্‌তিয়ে নূহ্'

তারপর, সেই সময় তিনি 'কিশ্‌তিয়ে নূহ্' নামক একখানা কেতাব প্রণয়ন করেন। এই কেতাবে তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট এজন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন যে, সরকার তাঁহাদের প্রজাগণের প্রাণ রক্ষার্থে প্লেগের টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নিজের সম্বন্ধে লিখিলেন যে তাঁহার জন্য আকাশের বাধা আছে; তাহা না হইলে, সর্বাগ্রে তিনি টিকা গ্রহণ করিতেন। সেই বাঁধ ছিল এই :—

আদর্শ শিষ্যের টিকার প্রয়োজন নাই :

"বর্তমান যুগের লোকদিগকে ঐশী অনুগ্রহের নিদর্শন দেখাইবার উদ্দেশ্যে খোদা আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন 'তোমাকে তোমার গৃহ-প্রাচীরের মধ্যবর্তী ব্যক্তিকে এবং তোমার অনুসরণ, আনুগত্য অকৃত্রিম 'তাকওয়ার' (ধর্ম পরায়ণতার) কারণে তোমাতে বিলীন ব্যক্তিকে প্লেগ হইতে রক্ষা করা হইবে। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাহা প্রকাশের জন্য এই শেষ যুগে ইহা একটি ঐশী নিদর্শন হইবে। তবে যে ব্যক্তি পূর্ণভাবে তোমার অনুসরণ করে না, সে তোমার মধ্য হইতে নহে। তাহার জন্য দুঃখিত হইও না। ইহা আল্লাহ্‌র আদেশ। অতএব, ব্যক্তিগত ভাবে আমার জন্য এবং আমার গৃহপ্রাচীরের অন্তবর্ত্তী কাহারো টিকা গ্রহণের কোন প্রয়োজন নাই ..... যদি তাহারা যাবতীয় বৈরভাবে পরিহার করিয়া সম্পূর্ণ নিষ্ঠা, অনুতাপ ও বিনয়ের সহিত আমার শিষত্ব গ্রহণ করে এবং খোদার আদেশে আমার এবং তাঁহার প্রত্যাদিষ্ট মানুষের শিক্ষার সম্মুখে কোন প্রকারেই অহঙ্কার, উদ্ধতা, অভিমান, অবিজ্ঞতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও আত্ম-অভিরুচি প্রদর্শন না করে এবং এই শিক্ষানুরূপ জীবন যাপন করে? তিনি আমাকে সম্বোধন পূর্বক আরো বলিয়াছেন যে, সাধারণতঃ কাদিয়ানে মহা মারাত্মক প্লেগ উপস্থিত হইবে না, যদ্বারা মানুষ কুকুরের ন্যায় মরে এবং ভয়ে ও উৎকণ্ঠায় পাগল হইয়া পড়ে।" ২

অতঃপর, তিনি আরো লিখিয়াছেন :—

"আমি সত্য সত্য বলিতেছি, বিশ বাইশ বৎসর ধরিয়া প্রচারিত এই ভবিষ্যদ্বাণী যদি পূর্ণ না হয়, তবে আমি খোদা কর্তৃক প্রেরিত নই। আমি খোদা কর্তৃক প্রেরিত হওয়ার এই নিদর্শন প্রদর্শিত হইবে যে, আমার গৃহের চারি দেওয়ালের মধ্যে বাস করে এরূপ নিষ্ঠাবান ব্যক্তিগণ এই রোগে প্রাণত্যাগ করা

(১) 'হকিকতুল ওহি' ২৫৩ পৃঃ, 'আলবদর' তৃতীয় বর্ষ, ১৮ সংখ্যা তাং ৮।১৬ মে, ১৯০৪ সন।
(২) 'কিশ্‌তিয়ে নূহ্'; ৫ ও ৬ পৃঃ।

হইতে নিরাপদ থাকিবে এবং আমার সেল্‌সেলা প্লেগের আক্রমণ হইতে অন্যদের মুকাবিলায় অপেক্ষিক রূপে রক্ষা পাইবে। তাহাদের মধ্যে যে নিরাপত্তা পাওয়া যাইবে, অন্য কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে উহার দৃষ্টান্ত থাকিবে না। বিরল ঘটনা ছাড়া কাদিয়ানে প্লেগের ভয়াবহ ধ্বংসাত্মক বিপদ উপস্থিত হইবে না।" ১

আরো বলিয়াছেন ঃ

বিরল মৃত্যুতে নিদর্শনের মর্যাদা হানি হইবে না ঃ

"কেহ যেন মনে না করে যে, কদাচিৎ আমার সম্প্রদায়ের কেহ প্লেগে প্রাণত্যাগ করিলে এই নিদর্শনের মর্যাদা বিপন্ন হইবে। অতীতে মূসা ও যশুয়া এবং পরিশেষে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামকে আল্লাহ্‌তায়ালা আদেশ করিয়াছিলেন যে, অস্ত্র ধারণ করিয়া যাহারা শত শত মানুষ খুন করিয়াছে, তাহাদিগকে অস্ত্রের দ্বারাই হত্যা কর। ইহা এই নবীগণের দিক হইতে নিদর্শন ছিল। ইহার পর মহা বিজয় লাভ হইয়াছিল। অথচ অপরাধীদের তুলনায় সত্যের অনুবর্ত্তীগণও তাহাদের অস্ত্রে হত হইয়া ছিলেন। কিন্তু অতি অল্প এবং এই প্রকার ক্ষতিতে নিদর্শনের মধ্যে কোনই ব্যাঘাত ঘটে নাই। সেইরূপেই যদি বিরল, কচিৎ আমাদের জামায়াতের কেহ কেহ উপরোক্ত কারণে প্লেগ আক্রান্ত হয়, তবে এই প্রকার প্লেগ ঐশী নিদর্শনে কোনই ক্ষতি করিবে না। ইহা কি সুমহান নিদর্শন নয় যে, আমি বারম্বার বলিতেছি, খোদা এই ভবিষ্যদ্বাণীকে এই প্রকারে প্রকাশিত করিবেন যে, কোন সত্যান্বেষীর কোনই সন্দেহ থাকিবে না। তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, 'মুজেযা' স্বরূপে খোদা এই জামায়াতের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলেন। নিদর্শন স্বরূপে এই ফল প্রকাশিত হইবে যে, প্লেগের দ্বারা এই জামাআত বহু বৃদ্ধি লাভ করিবে এবং অলৌকিক ভাবে উন্নতি করিবে—তাহাদের এই উন্নতি বিস্ময়ের চোখে দেখা হইবে।" ২

হযরত আকদাসের এই ব্যাখ্যানুসারে প্লেগের সময়ে খোদাতায়ালা আহ্‌মদীয়া জমায়াতের হেফাযতের এমন শক্তিশালী নিদর্শন প্রদর্শন করিলেন যে, টিকা গ্রহণ না করা সত্ত্বেও সহস্র সহস্র আহ্‌মদীর মধ্যে বিরল, কদাচিৎ কোন ঘটনা হইয়া থাকিবে—নচেৎ সম্পূর্ণ জামাআতই নিরুদ্বেগ ও নিরাপদ রহিল। প্রকাশ থাকে যে, ইহা একটি খোলা নিদর্শন। লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি স্বচক্ষে ইহা দর্শন করেন। ইহার মহা শক্তিশালী প্রতিক্রিয়ায় গ্রামের পর গ্রাম আহ্‌মদী হইয়াছিল। কোন কোন সময় শত শত ব্যক্তির বায়আতের আবেদন পত্র রোজ আসিত। এই সকল দিনে 'কিশ্‌তিয়ে নূহ' প্রদত্ত তাঁহার শিক্ষা 'আকাশের টিকার' কাজ করিল। ইহার ফলে, তাঁহার জামায়াত 'আযাব' হইতে নিরাপদ রহিল। (ক্রমশঃ)

(১) 'কিশ্‌তিয়ে নূহ', ১০ ও ১১ পৃঃ।

(২) কিশতিয়ে নূহ, ১২ ও ১৩ পৃঃ।

অন্তরমুখী

মোহাম্মদ মোস্তাফা আলী

যা ঘটে গেলো ঃ

১লা বৈশাখ ও তৎপরবর্তী ঘূর্ণী ঝড়ে প্রদেশে বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ করে ঢাকার উত্তরাংশে ও ডেমরায় এবং কুমিল্লা জেলার হোমনা, মুরাদনগর, দাউদ কান্দি প্রভৃতি থানায় যা ঘটে গেলো এর কোন নজির আছে বলে মনে হয় না। নাখালপাড়া, রামপুরা প্রভৃতি এলাকার ধ্বংস যজ্ঞ দেখে ভাবছিলাম এমন হতে পারে! ডেমরা দেখে চিন্তাশক্তিই হারিয়ে ফেলেছিলাম। হোমনা, মুরাদনগর প্রভৃতি এলাকার অবস্থা যারা দেখেছেন তারা বলছেন ডেমরার চেয়েও তা অনেক গুণ ভয়াবহ। যা ঘটে গেলো তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। ছবিতেও অনেক কিছু ধরা পড়ে না। এমন কি দেখিলেও বিশ্বাস হইতে চায় না। পূর্ব পাকিস্তানে প্রায়ই ঘূর্ণীঝড়ে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি করে থাকে। কিন্তু এবার যা হয়ে গেলো এর তুলনায় সব মলিন হয়ে পড়েছে। বহু বছরের মানুষের গড়া সব কিছু নিমেষে ধূলিসাৎ হয়ে গেলো। কেয়ামতের ছবি যেন বাস্তব হয়ে দেখা দিল। কোন কোন জনপদের একেবারে বিলুপ্তি ঘটেছে। মসজিদ ও দালানের মুজবুত ছাদও শত শত হাত দূরে উড়ে গেলো। ১৫০।২০০ মনী নৌকা নদীর বক্ষ ছেড়ে দালানের উপরে আশ্রয় নিলো। এমনি আরো কত কিছু ঘটেছে যা মানুষের কল্পনায়ও স্থান পায় না।

ঘরবাড়ী, দালান কোঠা, দোকানপাট, কল-কারখানা, গাছবৃক্ষ, ফসলাদি ও অন্যান্য সম্পত্তি যে কত বিনষ্ট হয়েছে এর হিসেব পেতে বহু সময় লাগবে। শত শত মানুষ নিহত হয়েছে। সব লাশ হয়ত পাওয়া যাবে কিনা তাতেও সন্দেহের অবকাশ আছে। যারা নিহত হয়েছে তাদের নিজস্ব কোন সমস্যা নাই। তারা জীবন নাট্যের শেষ অংক পাড়ি দিয়েছে। তারা জাগতিক সুখ দুঃখের অতীত হয়েছে। তাহাদের আত্মার জন্য দরদে দিলগে দোয়া ছাড়া আর তেমন কিছু করার নেই। কিন্তু যারা জীবিত রয়েছে তাহাদের কথা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। তাদের সমস্যা যে কত ব্যাপক ও কত ধরণের তা ধারণাও করা যায় না। তাদের প্রতি আমাদের কর্তব্য নিয়ে আলোচনা বাড়ানোর কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। সামান্যতম মানবতাবোধ যার আছে তিনিই তা উপলব্ধি করবেন।

জীবিতদের ব্যাপারে প্রাথমিক কাজ হলো তাদের চিকিৎসা, খাওয়াপরা ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা। এজন্য সাধ্যমত কাজ করতে কোনই ত্রুটি করা উচিত নয়। প্রধানঃ চারভাবে একাজ করতে পারি। দুর্যোগে আক্রান্তদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করে তাদের সমবেদনা জানিয়ে ও সাহস দিয়ে। দ্বিতীয়তঃ তাদের জন্য অর্থ, কাপড় চোপড় ও অন্যান্য সাহায্য দ্রব্য সংগ্রহ করে এবং সাধ্যমত এসবের বিলি ব্যবস্থায় হিম্মা নিয়ে। তৃতীয়তঃ তাদের সেবা যত্ন করে ও চতুর্থ তাহাদের পূনর্বাসনের ব্যবস্থাদি করে। পূনর্বাসনের কাজটি অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ এবং জটিল হয়ে দেখা দিবে। আমরা এখানে ব্যয়ের আলোচনা না করে কয়েকটি মানবীয় দিকের উল্লেখ করেছি। এতেই পূনর্বাসনের জটিলতা ধরা যাবে। অনেকেই নিজের স্বামী, স্ত্রী, ছেলে মেয়ে হারিয়ে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

অনেকে পুংগু হয়ে কর্মশক্তিহীন হয়েছে, অনেক শিশু সম্পূর্ণভাবে এতিম হয়ে গেছে। অনেকে আত্মীয় স্বজন হতে এমনভাবে হয়ত বিচ্ছিন্ন হয়েছে যে আবার তাদের মিলন নাও ঘটতে পারে। এরূপ লোকের বিশেষ করে শিশুদের কি অবস্থা দাঁড়াবে তা বলা যায় না। যারা এমনি ভাবে এতিম হয়ে পড়েছে সমাজকেই তাদের দায়িত্ব ভার নিতে হবে। তাদের মানুষ করেই ভবিষ্যতের সুনাগরিক করে গড়ে তুলতে হবে। এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে রসুলুল্লাহ (দঃ) এতিম ছিলেন।

তাঁর পূণ্যস্মৃতি স্মরণ করেও আমাদের উচিত হবে এতিমদের প্রতি সদয় হওয়া ও তাদেরকে মানুষ করার দায়িত্ব নেওয়া।

কারো পক্ষে সবগুলো কাজে অংশ নেওয়া সম্ভপর নাও হতে পারে। সবাই কোনো না কোনোটাকে হিম্মা দিতে পারেন তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

দুর্গত মানবতার সেবার জন্য ইসলামে জোর তাগিদ রয়েছে। রসুল করীম (দঃ)-এর হাদিস এবং আদর্শও রয়েছে। এতেই অল্লহ্‌র সবচেয়ে বড় সেব হয় একথাও আছে। এসব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

এখানে যে বিষয়টি অত্যন্ত পীড়াদায়ক তা হলো শুনা যাচ্ছে যে আশেপাশে এলাকায় (যা আক্রান্ত হয়নি) হতে কিছু লোকজন এসে মানুষের চরম দুর্ভাগ্যের সুযোগ নিয়ে জিনিষ পত্র, গরু-ছাগল ইত্যাদি সরিয়ে নিচ্ছে। যখন ভাগ্যহীনদের সেবা করা সবচেয়ে বড় কর্তব্য তখন অসহায়দের মালপত্র অত্মসাৎ করা যে কতক হীন কাজ তা ভাষায় ব্যক্ত করা চলে না। এদের সম্বন্ধই কোরআনে বলা হয়ছে 'নীচাদপি নীচে' অর্থাৎ মানুষ যখন চরিত্র হারিয়ে ফেলে তখন সে হিংস্র জন্তু হতেও নীচে যায়। এমনি করে অন্য এলাকা হতে ভিক্ষুকরা নাকি সেখানে ভীড় করেছে সাহায্য সহায়তার ভাগ বসাতে। কাফন দাফনের নাম করেও কিছুলোক টাকা পয়সা তুলছে অথচ এসব কাজের সাথে তাদের কোন সংযোগ নেই। মানুষের কি অধঃপতন, মুসলমান নামধারী এদের কি অধঃগতি।

এসব হতে যা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা হলো মানুষের দৈহিক পূনর্বাসন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন তার নৈতিক পূনর্বাসন তা নাহলে মানব জীবনই ব্যর্থ হয়ে যাবে। এরূপ হীন জীবন নিয়ে বেঁচে থাকা মানবতার জন্য মৃত্যুর চেয়েও শোচনীয় হয়ে উঠবে। কারণ মানুষ তার দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন যত সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলে, তার সামাজিক জীবন এবং সভ্যতাও তত সুন্দর হয়ে গড়ে উঠে। এর কোনটিকেই অবহেলা করা চলে না।

নৈতিক পূনর্বাসনের কাজটি আরো ব্যাপক, আরো জটিল। এজন্য বড় দায়িত্ব হলো আহমদীয়া জামায়াতের। কারণ হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর উপর আল্লাহ্‌তায়ালা বর্তমান দুনিয়ার দৈহিক ও আধ্যাত্মিক পূনর্বাসনের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। এই দায়িত্ব পালনের সূচনা হবে মানুষের মনে আল্লাহ্‌র ভীতি জাগ্রত করে তোলা। এই জামানাতে মানবতার জন্য অকল্পনীয় দুর্যোগ আসবে সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর মারফত প্রেরিত আল্লাহ্‌র বাণীতে :

"হে ইউরোপ, তুমিও নিরাপদ নহ। হে এশিয়া! তুমিও নিরাপদ নহ। হে দ্বীপবাসিগণ, কোন কল্পিত খোদা তোমাদিগকে সাহায্য করিবে না। আমি শহরগুলিকে ধ্বংস হইতে দেখিতেছি এবং জনপদগুলিকে মানব শূণ্য পাইতেছি। সেই একমেবাদ্বিতীয়ম খোদা দীর্ঘকাল যাবৎ নীরব ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে বহু অন্যায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এত দিন নীরবে সব সহ্য করিয়া গিয়াছেন। এখন তিনি রুদ্র মূর্তিতে স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করিবেন। (অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

চলতি দুনিয়ার হালচাল

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

ভাববার আছে

গত ৩রা এপ্রিল ১৯৬৯, স্থানীয় পত্রিকাদিতে একটি অচিন্তনীয় ঘটনার কথা প্রকাশিত হয়েছে। দৈনিক আজাদ পত্রিকায় 'একটি আশ্চর্য ঘটনা' নাম দিয়ে নিম্নলিখিত ভাবে সংবাদটি পরিবেশিত হয়েছে ঃ—

হায়দরাবাদ, ২রা এপ্রিল। গতকল্য এখানে আড়াই বৎসর বয়স্ক জনৈক শিশুর পাকস্থলীতে অস্ত্রোপচার করিয়া দুই সের ওজনের একটি টিউমার হইতে তিনটি মানবদেহ বাহির করিলে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায় সংযোজিত হয়।

তিনটি দেহের মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ শিশু ও অপর দুইটি পূর্ণাঙ্গ হাওয়ার পথে।

নিয়াকত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল সূত্রে বলা হয় যে, শিশু গোলাম নবী বেশ কিছুদিন হইতে পেটে বেদনা অনুভব করিয়া আসিতেছে। সার্জেন আগাগী গোলাম নবীর পেটে অস্ত্রোপচার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি শিশুর পাকস্থলীতে দুই সের ওজনের একটি টিউমার পান এবং ইহার অভ্যন্তরে তিনটি মানব দেহ দেখিয়া বিস্মিত হন।

অস্ত্রোপচারের দুই ঘণ্টা পর গোলাম নবী মারা যায়। তিনটি দেহই সংরক্ষণ করা হইতেছে বলিয়া হাসপাতাল সূত্রে বলা হয়।

ঘটনাটিতে বিজ্ঞানীদের জন্য যেমন চিন্তার খোরাক আছে, তেমনি ধার্মিকদেরও অনেক কিছু ভাববার আছে। দুনিয়াতে প্রথম মানব কি ভাবে সৃষ্টি হয়েছিল, তা সঠিকভাবে বলতে না পারলেও এখন যে মানুষ নারী পুরুষের মিলন ছাড়া সৃষ্টি হচ্ছে না একথা সবাই জানেন। তবে বাপ ছাড়াও কখনো কখনো সন্তান হতে পারে এর দৃষ্টান্ত চিকিৎসা শাস্ত্রে দেখা যায়, ধর্মশাস্ত্রেও উল্লেখ আছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানী বলে নারীদের নিয়াংগে 'আরহেনুব্লাষ্টমা' (arrhenoblastoma) নামে এক প্রকার টিউমার হতে পারে। এই টিউমার হতে পুরুষের বীর্য সৃষ্টি হতে পারে। ঐ বীর্যের দ্বারা নারীর পক্ষে গর্ভবতী হওয়াও

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

(অন্তরমুখীর অবশিষ্ট্য)

যাহার কর্ণ আছে সে শ্রবন করুক, ঐ সময় দূরে নহে। আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, এ দেশের পালাও ঘনাইয়া আসিতেছে, নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সম্মুখে ভাসিবে, লুতের যুগের ছবি তোমার স্বচক্ষে দর্শন করিবে।

খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর, অনুতাপ কর, তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হইবে। যে ব্যক্তি খোদাকে পরিত্যাগ করে সে মানুষ নহে, কীট ; তাঁহাকে যে ভয় করে না, সে জীবিত নহে, মৃত।"

'হকীকাতুস—ওহী, ১৯০৬'।

ইতিহাসে, ধর্মশাস্ত্রে বিশেষ করে কোরআনে বহুজাতির ধ্বংসের কথা উল্লেখ আছে। পাপ ব্যক্তি বা জাতির ধ্বংসের কারণ—একথা অস্বীকার করা যায় না। পাপে নিমজ্জিত মানুষ যখন সব সীমানা ছাড়িয়ে যায় এবং অহংকারে মনে করে যে নিজের শক্তি বলেই সে সব কিছু করিতে পারে, তখন আল্লাহ্‌র গজবকে সে দাওয়াত দিয়ে বসে। তখন তার জন্য অনুতাপ ছাড়া বাঁচার কোন পথ থাকে না। বর্তমান দুনিয়ার অবস্থাও তাই দাঁড়িয়েছে। জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনার সাথে সাথে অনুতাপের অশ্রুতে মানব জীবনে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ তোলাই সমূহ ধ্বংস হতে রক্ষা পাওয়ার পথ। ঘূর্ণীঝড়ে যা ঘটে গেলো এ হতে এই শিক্ষাই আমাদের গ্রহণ করতে হবে।

★

সংবাদ

আহমদ সাদেক মাহামুদ।

বাত্যা দুর্গতদের সাহায্য

হযরত খলিফ তুল মসিহ সালেস (আইঃ) জামাত অহমদীয়ার পক্ষ হইতে পূর্ব পাকিস্তান গবর্ণর রিলিফ ফাণ্ডে সাত হাজার (৭০০০৲) টাকা দান করিয়াছেন এবং বাত্যা পীড়িত জনগণের প্রতি তাহাদের বিপদে দুঃখ ও আন্তরিক সমবেদনা জানাইয়াছেন। অতদ্ব্যতীত উক্ত ফাণ্ডে ঢাকা জামাতের বিত্তশালী আহমদীগণের ব্যক্তিগত সারাসারি দান ছাড়া জামাতের গরীব মেম্বরদের পক্ষ হইতে পাঁচ শত (৫০০৲) টাকা দেওয়া হইয়াছে।

বিগত ১৪ই মে সোমবারের প্রলয়ঙ্কী ঘূর্ণিঝড়ের বিধ্বস্ত ঢাকা ও ডেমরা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় সকল আহমদী এবং বহু গয়র আহমদী ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সর্বপ্রথম তাহাদের খোঁজ খবর লইয়া তাহাদিগের মধ্যে যাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহাদের নিকট আন্তরিক সমবেদনা জানাইয়া প্রাথমিক পর্যায়ে তাহাদিগকে কিছু আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয় এবং বহু আহতদের চিকিৎসা করা হয়। অতঃপর দ্বীতিয় পর্যায়ে বিগত ২০ই মে রবিবার সকাল ৮টা হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ঢাকা জামাত আহমদীয়ার উদ্যোগে ৫০ জনেরও বেশী খোদ্দাম, আনসার ও আতফল সেচ্ছা সেবকের একদল নাখাল পাড়ার দুর্গত এলাকায় ব্যাপকভাবে সাহায্য কার্য পরিচালনা করে। ঐদিনে তাহারা তিনটি টিনের ঘর নির্মাণ করিয়া দেয়। তন্মধ্যে একটি আহমদীর এবং দুইটি গয়র আহমদীর। এতদ্ব্যতীত একজন স্থানীয় আহমদী জনাব চাঁন্দ মিঞা এবং তাঁহার স্ত্রীর পক্ষ হইতে দান কৃত একটি জায়গায় মসজিদের জন্য ভিটা নির্স্মাণ করা হয় এবং চতুঃসিমা নির্ধারণ করিয়া বেড়া দেওয়া হয়। জনাব চাঁন্দ মিঞা ও তাঁহার স্ত্রীর জন্য

(চলতি দুনিয়ার হালচালের অবশিষ্টা)

সম্ভবপর। তাতে সন্তানও জন্মিতে পারে। তবে এরূপ ঘটনা খুবই বিরল। এ যাবত বিশ্বে ২০টি ঘটনার কথা চিকিৎসা সংক্রান্ত পত্রিকাদিতে উল্লেখিত হয়েছে। কোরআন করীমে হযরত ঈসা (আঃ) এর পিতৃহীন জন্মের উল্লেখ আছে।

পিতৃহীন জন্মের জন্য যারা হযরত ঈসা (আঃ)-কে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী মনে করেন তারা ভুল করেন বলেই আমাদের বিশ্বাস। হযরত ঈসা (আঃ)-এর উচ্চ মর্যাদা লাভের কারণ হলো তাঁর নবুওত প্রাপ্তির দরুণ। নবুওতের সবচেয়ে আলা দরজা হলো—হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর। কিন্তু তাঁর পিতামাতা দুই ছিলেন। তাতে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে পিতা-মাতা থাকা, না থাকায় আধ্যাত্মিক মর্যাদার কোন সম্পর্ক নেই। এ নিয়ে আর আলোচনা বাড়াচ্ছি না।

উপরোক্ত ঘটনা হতে এও প্রমাণিত হচ্ছে যে, পুরুষের পেটেও এরূপ টিউমার হতে পারে যার দরুণ মাতা ছাড়াও মানব শিশু সৃষ্টি হতে পারে। যদিও এরূপটি অতিশয় বিরল। এত বিরল যে এ ঘটনাটিই প্রথম বলে মনে হচ্ছে।

বিরল ঘটনা মাত্রকেই মোজেজা বলে গণ্য করা যায় না। মোজেজার সাথে মানব কল্যাণের বিষয় জড়িত থাকা একান্ত প্রয়োজন। বাপ ছাড়া সন্তান হলেই যদি নউজুবিল্লা স্রষ্টার 'ঔরসজাত' বলে গণ্য করতে হয়, তবে চিকিৎসা শাস্ত্র ইতিপূর্বে যে ২০টি ও বর্তমানে যে অত্যাশ্চর্য ঘটনার কথা বলছে এদের সবগুলোকেই উপরোক্ত মতে স্রষ্টার ঔরসজাত বলে গণ্য করতে হয়। অথচ তা করা হচ্ছে না কেন? প্রশ্নটিতে নতুন করে সবারই ভাববার আছে বৈ কি।

*

আমরা বন্ধুগণের নিকট দোয়ার অনুরোধ জানাইতেছি। তাহারা সামপ্রতিক ঘূর্ণিঝড়ে ভীষণ ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া সত্বেও বিপদের সময় ধৈর্য অবলম্বন এবং আল্লাহ্‌র দিকে অগ্রসর হওয়ার একটি পেশ করিয়াছেন। সুন্দর আদর্শ আল্লাহ্ তায়ালা ইহার জন্য তাহাদিগকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করুন। (আমীন)।

বাত্যা বিধ্বস্ত আর্থিক গৃহ নির্মাণে ও কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা সাহায্য দান ব্যতীত দুর্গতদের মধ্যে ২ মণ চাউল আধ মণ ডাল, কিছু বিস্কুট এবং ৩ শত পুরান কাপড় বিতরণ করা হয় এবং ১৫ জন দুর্গত ব্যক্তিকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়। তেমনিভাবে আহত এবং রুগীদের চিকিৎসা করা হয়। এই উদ্দেশ্যে এক মাসের জন্য একটি হোমিয়প্যাথী দাতব্য চিকিৎসালয়ও স্থাপন করিয়া একজন দক্ষ চিকিৎসক নিযুক্ত করা হয়তিনি দৈনিক সেখানে সকাল ৮টা হইতে ১১টা পর্যন্ত রুগীদের চিকিৎসা করিবেন।

দৈনিক আল ফজল হইতে প্রকাশ, হুজুর (আইঃ)-এর স্বাস্থ্য আল্লাহ্‌র ফজলে ভাল। প্রিন্স ইমামের পূর্ণ স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ুর জন্য সর্বান্তকরণে দোয়া রাজী রাখিবেন।

* * *

হুজুর (আইঃ) ৪ঠা শাহাদাত (এপ্রিল) মসজিদের মোবারক, রবওয়ায় প্রদত্ত জুমার খোৎবায় যাহারা এখনও কোরআন শরীফ পড়িতে পারেন না, তাহাদিগকে বিশেষ নিয়ম ও শৃংখলার ভিতর দিয়া কোরআন পড়ানো অতঃপর তরজমা ও তফসীর শিখানোর ব্যাপারে জামাতের মধ্যে ওসিয়তকারীগণ, আনসারুল্লাহ্ (৪০-এর উর্ধে বয়স্ক আহ্‌মদীগণের সংঘ), খোদ্দামুল আহ্‌দীয়া (আহমদী যুব সংঘ) এবং লাজনা আমাউল্লাহ্ (আহমদী মহিলা সংঘ) -কে তাহাদের গুরুদায়িত্ব সমূহের প্রতি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

উল্লেখযোগ্য যে, হুজুর আকদস তা'লীমে-কোরআনের জন্য দ্বিতীয় পর্যায়ে নিম্নরূপ কার্যতালিকা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন :—

(১) যাহারা এখনও কোরআন দেখিয়া পড়িতে পারেন না, তাহাদিপকে তিন বৎসরের মধ্যে কোরআন নাযেরা সম্পুর্ণ পড়া শিখানো।

(২) যাহারা পড়িতে পারেন, তাহারা প্রথম ৩ পারা এবং সর্বশেষ পারার তরজমা (অর্থ) শিখিবেন।

(৩) যাহারা, অর্থ জানেন, তাহারা দশ পারার তফসির শিখিবেন।

* * *

জনাব প্রাদেশিক আমির সাহেব রাবওয়া হইতে বিগত ২৩শে এপ্রিল মঙ্গলমত ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন। উল্লেখযোগ্য, তিনি গত মাসের শেষদিকে অনুষ্ঠিত মজলিসে মেশাওয়ারাতে যোগদানের পর জামাতের কাজ এবং জুরুরী মিটিং-এ যোগদানের জন্য তথায় অবস্থান করেন।

তিনি ঢাকায় ফিরিয়া আসিয়া পরবর্তীদিনে বাত্যাদুর্গত এলাকায় গমন করেন এবং জামাতের পক্ষ হইতে সাহায্য কাজ পরিদর্শন করিয়া দুর্গত ভ্রাতাগণের প্রতি দুঃখ এবং আন্তরিক সমবেদনা জানান।

* * *

বন্ধুগণ ইহা জানিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইবেন যে, বিগত ৭ই এপ্রিল, পঞ্চগড় নিবাসী প্রবীন আহমদী জনাব ডঃ সাজেদুর রহমান সাহেবের দ্বিতীয় পুত্র মোঃ শাফায়াতুল্লাহ সাহেব পরলোক গমন করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না এলায়হে রাজেউন। মরহুম অনেক গুনের অধিকারী ছিলেন। অত্যন্ত অমায়িক, কর্মঠ, অপরের সেবায় আত্ম-নিবেদিত ও জামাতের কাজে অত্যন্ত উদ্যোগী এবং দক্ষ হোমিয়োপেথী চিকিৎসক ছিলেন। আহমদী ও গয়র আহমদী সকলই তাঁহার প্রতি গুণমুগ্ধ ছিল। তাঁহাকে হারাইয়া আমরা সকলই দুঃখিত। আমরা তাঁহার বৃদ্ধ পিতা ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আবু আরেফ মোঃ ইস্রাইল সাহেব এবং পরিবারস্থ সকলের নিকট আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। আল্লাহ তা'লা তাঁহাদিগকে সবরে-জামীল (উত্তমভাবে ধর্য্য অবলম্বন) এর তৌফিক দিন

এবং মরহুমের মাগফেরত এবং জান্নাতে উচ্চস্থান দান করুন। আমিন।

* * *

পটোয়াখালী নিবাসী চৌধুরী শফীউদ্দীন আহমদ সাহেব একজন প্রবীন আহ্‌মদী। দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি পিড়ীত। তিনি তাঁহার শীঘ্র ও পূর্ণ আরোগ্য লাভের জন্য সকল ভ্রাতার নিকট খাসভাবে দোয়ার আবেদন জানাইয়াছেন। বন্ধুগণ তাঁহার জন্য দোওয়া করিবেন।

* * *

এতদ্ব্যতীত; ২৭শে এপ্রিল, রবিবার ঘূর্ণি-বিধ্বস্ত ডেমরা অঞ্চলের নদীর অপরকূলে দুর্গতদের মধ্যে সাহায্য-সামগ্রী বিতরণ এবং 'ওকারে আমল' (দৈহিক পরিশ্রম)-এর মাধ্যমে গৃহ-নির্মাণ করা হয়।

ঢাকা মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার উদ্যোগে ২৭জন বিশিষ্ট সেচ্ছাসেবক দল উক্ত রিলিফ কার্যে অংশ গ্রহণ করে। তাহারা নগদ টাকা পয়সা, দেড়মণ চাউল আধ মণ ডাল এবং কিছু পুরাতন বস্ত্র বিতরণ। এতদ্ব্যতীত, তাহারা আর্থিক ও দৈহিক পরিশ্রমের মাধ্যমে ৫টি গৃহ নির্মাণ করে এবং অপর দুইটি গৃহ নির্মানের জন্য দুঃস্থ পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দান করা হয়।

* * *

লাযেমী চাঁদা (অর্থাৎ মাসিক বা অসিয়ত এবং সালানা জলসার চাঁদা) আদায়ের বৎসর ৩০শে এপ্রিল শেষ হইয়া যাইতেছে। এখন পর্যন্ত যে সমস্ত জামাত তাহাদের নির্দ্ধারিত বাজেট অনুযায়ী সম্পূর্ণ চাঁদা আদায় করেন নাই, তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য মে মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে বকেয়া চাঁদা আদায় করিয়া দেওয়া, যাহাতে আল্লাহ্‌র সেই অশেষ অনুগ্রহের অধিকারী হইতে পারেন যাহা শুধু তাহাদের জন্য নির্দ্ধারিতে রহিয়াছে, যাহারা আল্লাহ্‌র সহিত কৃত নিজেদের প্রতিজ্ঞাকে পুরন করেন। "দীনকে দুনিয়ার উপর অগ্রাধিকার প্রদান করিব" —এই প্রতিজ্ঞ পালনের তৌফিক যেন আল্লাহ্‌তায়া'লা আমাদের প্রত্যেককে দান করেন।

* * *

এই বৎসর আল্লাহ্‌র ফজলে পূর্ব পাকিস্তান হইতে পাঁচ জন আহ্‌মদী ভ্রাতা ও ভগ্নি 'হজ্ব-বয়তুল্লাহ্ শরীফ' পালনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল। আল্লাহ্-তা'য়ালা যেন তাঁহাদের এই চেষ্টা মোবারক করুন এবং দীনের অধিকতর খেদমত করিবার তৌফিক দিন। (আমীন)

১। জনাব মোঃ আবদুল সালাম সাহেব।
(ইন্সপেক্টার পাক স্পেশাল পুলিশ ঢাকা)।
২। জনাব ডাঃ আবুল হোসেন সাহেব, পারবতীপুর।
৩। বেগম ডাঃ আবুল হোসেন সাহেবা, পারবতীপুর।
৪। এ, জনাব আযীম সাহেব, আদমজীনগর, ঢাকা।
৫। বেগম এ, আযীম সাহেবা ,, ,,।

বিনামূল্যে বিতরণের পুস্তক

১।	আমাদের শিক্ষা,	হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)
২।	খ্রীষ্টান সিরাজউদ্দীনের	,, ,,
	চারিটি প্রশ্নের উত্তর	,, ,,
৩	রসুল প্রেমে	,, ,,
৪।	ঐশী বিকাশ	,, ,,
৫।	একটি ভুল সংশোধন	,, ,,
৬।	ইমাম মাহদীর (আঃ)-এর আহ্বান	,, ,,
৭।	আহমদীয়াতের পয়গাম	হযরত মীর্যা বশিরউদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রাজিঃ)
৮।	শান্তি ও সতর্কবানী	হযরত মীর্যা নাসের আহমদ (আইঃ)
৯	কোরআনের আলো	,, ,,
১০।	মোহাম্মদী মসীহ	মৌলবী মোহাম্মাদ
	(ই রেজী নবীর উত্তরে)	,,
১১।	কলেমা দর্শন	,,
১২।	হযরত ঈসা (আঃ)	,,
	একশত কুড়ি বৎসর জীবিত ছিলেন।	,,
১৩।	খ্রীষ্টান ভাইদের উদ্দেশ্যে নিবেদন	,,
১৪।	তিনিই আমাদের কৃষ্ণ	,,
১৫।	বর্তমান দুর্যোগময় যুগে মানবের কর্তব্য	,,
১৬।	পুনর্জন্ম ও জন্মান্তরবাদ	
১৭।	মহা সুসংবাদ	

'পরিবেশনে'
জেনারেল সেক্রেটারী
পূঃ পাঃ আঞ্জুমানে আহমদীয়া
৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা—১

ঃ নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

● The Holy Quran.		Rs. 20·00
● Our Teachings—	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
● The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
● Psalms of Ahmed	,,	Rs. 10·00
● What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
● Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1 75
● The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs. 8 00
● The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
● Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8·00
● The life of Muhammad (P. B.)	,,	Rs. 8·00
● The truth about the split	,,	Rs. 3·00
● The economic structure of Islamic Society	,,	Rs. 2·50
● Some Hidden Pearls.	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Rs 1 75
● Islam and Communism	,,	Rs 0 62
● Forty Gems of Beauty.	,,	Rs. 2·50
● The Preaching of Islam.	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
● ধর্মের নামে রক্তপাত ঃ	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	Rs. 2·00
● Where did Jesus die ?	J. D. Shams (R)	Rs. 2·00
● ইসলামেই নবুয়্যাত :	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
● ওফাতে ঈসা ঃ	,,	Rs. 0·50
● খাতামান নাবীঈন ঃ	মুহাম্মাদ আবদুল হাফীজ	Rs. 2·00
● মোসলেহ্ মওউদ ঃ	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	Rs. 0·38

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার মত পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান

জেনারেল সেক্রেটারী

আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা—১

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works.
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 83635

Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.